ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সরকারের সুশাসন ও দুর্নীতিবিরোধী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ কৌশলগত প্রাধান্য: টিআইবির সুপারিশ

৫ মার্চ ২০২৬

প্রেক্ষাপট

- গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার এক ঐতিহাসিক ক্রান্তিলগ্নে জনগণের নিরঙ্কুশ সমর্থন নিয়ে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদে নির্বাচিত বিএনপি নেতৃত্বাধীন নবনির্বাচিত সরকারের সামনে রয়েছে হাজারো শহীদের রক্ত ও আপামর জনগণের বহুমাত্রিক মানবাধিকার লঙ্ঘনসহ অপরিমেয় ত্যাগের বিনিময়ে কর্তৃত্ববাদী চৌর্যতন্ত্রের পতন পরবর্তী বাংলাদেশে জবাবদিহিমূলক, সুশাসিত ও দুর্নীতিমুক্ত সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অভূতপূর্ব সম্ভাবনা

- যার বাস্তবায়নে নতুন সরকারের সুদৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটেছে বিএনপির ৩১-দফা রাষ্ট্র মেরামত রূপরেখা, বিশেষ করে বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহার, বিটিভিতে প্রচারিত বিএনপির চেয়ারপার্সনের নির্বাচনী বক্তৃতায় এবং শপথ গ্রহণের পর জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর প্রথম ভাষণে

- ইতোমধ্যে নতুন সরকার গঠনের পর সরকারের কিছু অভূতপূর্ব সিদ্ধান্ত যেমন- সংসদ নেতা হিসেবে দলের সদস্যগণের শুল্কমুক্ত গাড়ি ও সরকারি প্লট সুবিধা না নেওয়ার ঘোষণা এবং প্রধানমন্ত্রী হয়েও প্রাপ্য সরকারি সুবিধা বর্জন করে জ্বালানিসহ ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহারের মতো অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করেছে

প্রেক্ষাপট...

- ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক কাঠামো সুদৃঢ় করা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও কার্যকর দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা পালনের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে নিয়মিত গবেষণা ও অধিপরামর্শসহ নাগরিক সম্পৃক্ততা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে
- নতুন সরকারের পাঁচবছর মেয়াদের কর্মকৌশল ও তার বাস্তবায়নের পথরেখার মূলধারায় সুশাসন ও দুর্নীতিপ্রতিরোধক পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করতে বিএনপির ৩১-দফা রাষ্ট্র মেরামত রূপরেখা ও দলের নির্বাচনী ইশতেহার এবং জুলাই সনদের পাশাপাশি দুদক সংস্কার কমিশনের সংস্কার সুপারিশমালার আলোকে টিআইবির ধারাবাহিক সুশাসন বিষয়ক গবেষণা ও প্রেক্ষিত বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে এই সুপারিশমালা প্রস্তাব করা হলো
- এই সুপারিশের অন্তর্ভুক্ত প্রস্তাবনার ধারাবাহিকতায় টিআইবি আরও সুনির্দিষ্টভাবে খাত ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করতে আগ্রহী

টিআইবির সুপারিশমালা

দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক সুপারিশ

বিএনপির রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফার উল্লেখযোগ্য প্রতিশ্রুতি

- দুর্নীতি প্রতিরোধে দৃশ্যমান কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও ন্যায়পাল নিয়োগ

বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারের উল্লেখযোগ্য প্রতিশ্রুতি

- এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তোলা যেখানে দুর্নীতি ও বৈষম্যের অবসান হবে, আইনের ঊর্ধ্বে কেউ থাকবে না
- দুর্নীতি দমন কমিশনার পদে নিয়োগের জন্য আইন প্রণয়ন করা
- দুর্নীতি দমন কমিশন ও দুর্নীতি দমন আইন সংস্কারের পাশাপাশি পদ্ধতিগত সংস্কারের মাধ্যমে দুদকের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা
- জাতীয় সংসদের অনুমোদন সাপেক্ষে বাংলাদেশকে রাষ্ট্রীয়ভাবে ওপেন গভর্নমেন্ট পার্টনারশিপের পক্ষভুক্ত করা
- দুর্নীতি দমন কমিশন বা অন্য যে কোনো কর্তৃপক্ষ আদালতের মাধ্যমে যে কারও আয়কর রিটার্ন যেন তলব করতে পারে তার বিধান নিশ্চিত করা
- দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে সর্ব ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বচ্ছতা, উন্মুক্ত দরপত্র, সম্পদ বিবরণী, রিয়েল-টাইম অডিট এবং শক্তিশালী তথ্য অধিকার আইন নিশ্চিত করা
- সরকারি ব্যয় ও প্রকল্পের 'পারফরম্যান্স অডিট' বাস্তবায়ন করা
- অর্থপাচার রোধ ও ফ্যাসিস্ট আমলের পাচারকৃত অর্থ দেশে ফেরত আনা

সফলতার সাথে অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ব্যতীত কোনো ধরনের সংস্কার উদ্যোগ কার্যকর ও টেকসই হবে না বিধায় দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবিত সুপারিশমালা গুরুত্বসহকারে বাস্তবায়ন, বিশেষত নিম্নোক্ত আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে-

‘দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৫’ সংশোধন করা

১. অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদের শেষ সময়ে জারিকৃত ‘দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫’-এর বিদ্যমান ঘাটতিসমূহ দূর করতে দুদক সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবিত সুপারিশমালা অনুযায়ী অধ্যাদেশে অন্তর্ভুক্ত নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন ও অন্তর্ভুক্তকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে-

- দুদক চেয়ারম্যান ও কমিশনার বাছাই কমিটিতে সদস্য হিসেবে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের প্রতিনিধি মনোনয়নের এখতিয়ার স্পিকারের হাতে না রেখে বিরোধী দলের নেতার হাতে দেওয়া [ধারা ৭ (১) (ঙ)]
- দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসনের কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন বাংলাদেশি নাগরিককে কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনয়নের দায়িত্ব প্রধান বিচারপতির ওপর অর্পণ করা [ধারা ৭ (১) (চ)]
- দুদকের সর্বোচ্চ স্বাধীনতার পাশাপাশি জবাবদিহি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত প্রস্তাব ‘পর্যালোচনা কমিটি’ আইনে অন্তর্ভুক্ত করা (সুপারিশ-১৫)

দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক সুপারিশ: দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ সংশোধন...

- দুদকের কমিশনার নিয়োগে অভিজ্ঞতার শর্ত ২০ বছরের পরিবর্তে ১৫ বছর করা [ধারা ৮ (ক) (১)]
- চেয়ারম্যান ও কমিশনার নিয়োগে স্বচ্ছতার ঘাটতি দূরীকরণে সংক্ষিপ্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের নাম প্রকাশের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা; শক্তিশালী ও অংশগ্রহণমূলক সার্চ কমিটি গঠনে নির্বাহী ও আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণমুক্ত কাঠামোর বিধান করা [ধারা ৭ (২)]
- দুদকের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি মোকাবিলায় স্বতন্ত্র 'ইন্টিগ্রিটি ইউনিট বা স্বতন্ত্র অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা অনুবিভাগ' গঠনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা (সুপারিশ-৪৬)
- আর্থিক সক্ষমতা ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা (সুপারিশ-৪২)
- দুদকের সামগ্রিক কার্যক্রম, বিশেষ করে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, তদন্ত, গোপন অনুসন্ধান এবং মামলা-মোকদ্দমা সংক্রান্ত কার্যক্রম 'এন্ড-টু-এন্ড অটোমেশন'-এর আওতায় নিয়ে আসার বিধান যুক্ত করা (সুপারিশ-৩৮)
- দুদকের কর্মীদের জন্য ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা; বিশেষ করে দুদকের কর্মকর্তাদের মধ্যে দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ বাস্তবায়ন করা [ধারা ২৬ (৩) ও ২৭ (৩)]

দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক সুপারিশ: দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ সংশোধন...

- দুদকের উর্ধ্বতন পদে প্রেষণে বদলির মাধ্যমে নিয়োগ সর্বোচ্চ ১০ শতাংশে সীমিত রাখা [ধারা ১৬]
- দুদকের কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সকল পর্যায়ে যে কোনো অপরাধ সংঘটনের সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক তদন্তপূর্বক আবশ্যিক অনুসন্ধান করার বিধান বাতিল করে সরাসরি এজাহার দায়েরের বিধান যুক্ত করা [ধারা ২০ কক (১)]
- অধ্যাদেশে দুর্নীতির বিচারে আপোষ করার যে সুযোগ তৈরি করা হয়েছে অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি অপরাধ স্বীকার করে জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ বা উভয়ই প্রদান করতে সম্মত হলে সাজা মার্জনার যে ঢালাও সুযোগ রাখা হয়েছে তা বাতিল করা [ধারা ২৮ (৪)]
- UNCAC-এর অনুচ্ছেদ ২১ অনুসারে বেসরকারি খাতের ঘুষ লেণদেনকে স্বতন্ত্র অপারধ হিসেবে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসা (সুপারিশ-৮)
- বর্তমানে দুদকের শূন্য পদসমূহে অবিলম্বে নিয়োগের ব্যবস্থা করা এবং নতুন জনবল কাঠামো প্রণয়ন করে প্রয়োজনীয় পদের সংখ্যা বৃদ্ধির করতে আইনি সংস্কার করতে হবে (সুপারিশ-৩২)

২. সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২০(২) সংশোধন করে নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করতে হবে: "রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টি করবে, যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগত স্বার্থে সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারবেন না এবং অনুপার্জিত আয় ভোগ করতে সমর্থ হবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিক ও কায়িক, সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হবে" (সুপারিশ-১)

৩. রাজনৈতিক ও নির্বাচনী অর্থায়নে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট আইনি বিধান প্রণয়ন করতে হবে, যার মধ্যে থাকবে সকল স্তরের জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই তাদের এবং পরিবারের সদস্যদের বার্ষিক হালনাগাদযোগ্য খাতভিত্তিক আয় এবং সম্পদের বিবরণী জমা দেওয়া, এবং জনসাধারণের যাচাই-বাছাইয়ের জন্য নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার বাধ্যবাধকতা (সুপারিশ ৬)

৪. সরকারি, বেসরকারি এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতে স্বচ্ছ শাসনব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চা গ্রহণের সুবিধার্থে 'ওপেন গভর্নমেন্ট পার্টনারশিপে' (OGP) বাংলাদেশের পক্ষভুক্ত হওয়া (সুপারিশ ১০)

দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক সুপারিশ: দুদক সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন...

৫. বিএফআইইউ, এনবিআর, অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়, সিআইডি, বাংলাদেশ পুলিশ, নিবন্ধন অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সহযোগিতার জন্য সমঝোতা স্মারক সাক্ষর করতে হবে (সুপারিশ ২৭)

৬. দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি বিস্তৃত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যার মধ্যে থাকবে স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা, যাতে সৃজনশীল উপায়ে জনগণ এবং নতুন প্রজন্মকে এই ধারণাটি জানানো যায় যে দুর্নীতি কেবল একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধই নয়, বরং এটি একটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয়ভাবে অগ্রহণযোগ্য, ধ্বংসাত্মক এবং বৈষম্যমূলক ব্যাধি। (সুপারিশ ৪৭)

আইনের শাসন ও মানবাধিকার সংক্রান্ত সুপারিশ

বিএনপির রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফার উল্লেখযোগ্য প্রতিশ্রুতি

- বিচার ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য জুডিশিয়াল কমিশন গঠন, সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল পুনঃপ্রবর্তন ও সংবিধানের আলোকে বিচারপতি নিয়োগ আইন প্রণয়ন করা
- সর্বস্তরে আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা

বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারের উল্লেখযোগ্য প্রতিশ্রুতি

- এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তোলা যেখানে আইনের ঊর্ধ্বে কেউ থাকবে না
- বাংলাদেশের সংবিধান ও মাসদার হোসেন মামলার রায়ের আলোকে বিচার বিভাগের কার্যকর স্বাধীনতা নিশ্চিত করা
- সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল শক্তিশালীকরণ
- মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র অনুযায়ী মানবাধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করা; সুনির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে মানবাধিকার কমিশনে নিয়োগ প্রদান করা
- পুলিশ বাহিনীর পেশাদারিত্ব ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণে এবং পুলিশ সেবাকে জনবান্ধব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পুলিশ কমিশন গঠন; এসংক্রান্ত অধ্যাদেশটি প্রয়োজনীয় সংস্কার/পর্যালোচনার মাধ্যমে যথাযথ আইন প্রণয়ন
- ভুক্তভোগীকেন্দ্রিক ও পুনর্বাসনমূলক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় একটি 'ট্রুথ অ্যান্ড হিলিং কমিশন' গঠন

আইনের শাসন ও মানবাধিকার সংক্রান্ত সুপারিশ...

৭. দলীয় রাজনৈতিক বিবেচনার ঊর্ধ্বে থেকে জুলাই গণঅভ্যুত্থান ও কর্তৃত্ববাদী সরকারের আমলে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ড, অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে কার্যকর উদ্যোগ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

৮. বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র/স্বকীয়তা. স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিতের পথে স্বাধীন সচিবালয় প্রতিষ্ঠাসহ গৃহীত সকল সংস্কার কার্যক্রমের বাস্তবিক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৯. র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) বিলুপ্ত করতে হবে এবং র‍্যাব সদস্যদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত বিচারবহির্ভূত হত্যা, গুম ও অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘন, অনিয়ম-দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের তদন্তপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে

১০. দেশের আইন-শৃঙ্খলাবিরোধী ঘটনা - খুন, ডাকাতি, চুরি, ছিনতাই, ধর্ষণ, নারী ও শিশু নির্যাতন, লুটপাট, অরাজকতা, সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর হামলা, আইন হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা ('মব') – 'মব' তৈরি করে দাবি আদায়ের প্রবণতা – ইত্যাদি মোকাবিলায় সুনির্দিষ্ট কৌশল বা দৃশ্যমান পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে

আইনের শাসন ও মানবাধিকার সংক্রান্ত সুপারিশ...

‘পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫’ বাতিল করে নতুন আইন প্রণয়ন করা

১১. ‘পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫’ বাতিল করে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে নতুন করে একটি স্বাধীন পুলিশ কমিশন আইন প্রণয়ন করতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে-

- একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পুলিশ কমিশন গঠনের ক্ষেত্রে (চেয়ারপার্সন ও সদস্যগণ নিয়োগ) আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আলোকে সাবেক ও বর্তমান আমলা ও পুলিশ কর্মকর্তাদের এই কমিশনের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ বন্ধ করা
- কমিশনের চেয়ারপার্সন ও সদস্যদের পদমর্যাদা সমমানের অন্যান্য কমিশনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তাঁদের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক, ভাতা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধা যথাক্রমে আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকের অনুরূপ নির্ধারিত করা
- প্রেষণে নিযুক্ত ব্যক্তি বা সরকারি কর্মচারীদের সংখ্যা কমিশনের মোট জনবলের ১০ (দশ) শতাংশের অধিক না রাখা; এক্ষেত্রে কী কারণে কমিশনে সরকারী কর্মচারীদের প্রেষণে নিয়োগ করা হচ্ছে তা প্রকাশ করা; এই ধরনের পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া সর্বদা সবার জন্য উন্মুক্ত, স্পষ্ট, স্বচ্ছ, যোগ্যতার ভিত্তিতে হতে হবে তা যুক্ত করা

তথ্য অধিকার ও তথ্য প্রকাশ বিষয়ক সুপারিশ

বিএনপির রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফার উল্লেখযোগ্য প্রতিশ্রুতি

- মিডিয়া কমিশন গঠন করে তথ্য ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ

বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারের উল্লেখযোগ্য প্রতিশ্রুতি

- দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে সর্ব ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বচ্ছতা এবং শক্তিশালী তথ্য অধিকার আইন নিশ্চিত করা

১২. অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের শেষ সময়ে জারিকৃত 'তথ্য অধিকার (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬' সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে আলোচনাসাপেক্ষে সংশোধ করতে হবে, যেখানে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে-

- তথ্যের সংজ্ঞায় 'নোট শিট' অন্তর্ভুক্ত করা, যার মাধ্যমে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নথি পরিচালনকারী প্রত্যেক কর্মকর্তা বা কর্মচারী কে কী ভূমিকা পালন করেছেন, তা স্পষ্ট বোঝা যায়
- তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের আওতা বৃদ্ধি করে সরকারের পক্ষে অথবা সরকার বা সরকারি কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ কোনো বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান, নির্বাচন কমিশন দ্বারা নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল, সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা স্থানীয় সরকার সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যুক্ত করা

তথ্য অধিকার ও তথ্য প্রকাশ বিষয়ক সুপারিশ

- প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারদের পদমর্যাদা অন্যান্য কমিশনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তাঁদের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক, ভাতা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধা যথাক্রমে আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকের অনুরূপ নির্ধারিত করা
- আপিল কর্তৃপক্ষকে জবাবদিহির আওতায় আনা

১৩. জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে; সরকারি দপ্তরসমূহে তথ্য গোপন করার প্রবণতা, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ না করার চর্চা রয়েছে তা বন্ধ করতে হবে

১৪. তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে “অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট ১৯২৩” বাতিল করতে হবে

সাইবার সুরক্ষা ও উপাত্ত সুরক্ষা বিষয়ক সুপারিশ

১৫. ‘সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫’ সংশোধন করে নিম্নোক্ত ঝুঁকি/ঘাটতিসমূহ দূর করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে-

- সাইবার স্পেসে ধর্মীয় বা জাতিগত বিষয়ে সহিংসতা, ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক তথ্য প্রকাশে জেল জরিমানার অপব্যবহারের ঝুঁকি
- জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সি পুরোপুরি সরকারি নিয়ন্ত্রণে থাকায় কনটেন্ট ব্লকিং এর মতো সংবেদনশীল বিষয়ে স্বার্থের দ্বন্দ্ব তৈরির ঝুঁকি
- জাতীয় সাইবার সুরক্ষা কাউন্সিল সরকার প্রধানের নেতৃত্বে তৈরি হওয়ার ফলে সাইবার স্পেসে সরকারের অতিক্ষমতায়নের ঝুঁকি সৃষ্টি; কাউন্সিলের ২৫ সদস্যের সাইবার কাউন্সিলে মাত্র দুজন আইসিটি বা মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ থাকায় সরকারের বাইরে অংশীজনের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব না থাকা

সাইবার সুরক্ষা ও উপাত্ত সুরক্ষা বিষয়ক সুপারিশ...

১৬. ‘ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫’ সংশোধন করে নিম্নোক্ত ঝুঁকি/ঘাটতি দূর করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে-

- আইনে বিশ্বজুড়ে অনুসৃত উপাত্ত সুরক্ষা মূলনীতি (data protection principles) যেমন আইনসম্মতা, মানবাধিকার প্রাধান্য, ন্যায্যতা ও স্বচ্ছতা, উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধতা, তথ্য ন্যূনতমীকরণ, নির্ভুলতাসহ সততা ও গোপনীয়তা এবং জবাবদিহি ইত্যাদি বিষয়গুলোর প্রতিফলন নিশ্চিত না করা
- অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রচেষ্টা বা ব্যয়ের অজুহাতে (disproportionate effort or expense) উপাত্ত-জিম্মাদার ও প্রক্রিয়াকারীকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে ছাড়ের সুযোগ তৈরি এবং এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের হাতে ছাড়ের ক্ষমতা দেওয়ায় অপব্যবহারের ঝুঁকি সৃষ্টি
- “অপরাধ প্রতিরোধের” নামে ব্যক্তিগত উপাত্তে ঢালাও প্রবেশাধিকারের সুযোগ রাখা হয়েছে, যা উপাত্ত সুরক্ষার নামে নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার শংকা রয়েছে। সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার অনুপস্থিতিতে জাতীয় নিরাপত্তা এবং জনগণের স্বার্থ রক্ষার নামে ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার করার এখতিয়ার রাখা হয়েছে

সাইবার সুরক্ষা ও উপাত্ত সুরক্ষা বিষয়ক সুপারিশ...

১৭. ‘জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫’ সংশোধন করে নিম্নোক্ত ঝুঁকি/ঘাটতি দূর করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে-

- ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ আলোকে সকল প্রকার উপাত্তের (ডেটা) ব্যবস্থাপনা, আন্তঃপরিচালন এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করার দায়িত্ব আলাদা এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে অর্পণ করা হয়েছে জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের হাতে। তবে আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা অনুযায়ী সাধারণত এই ধরনের কর্তৃপক্ষ উপাত্ত সুরক্ষা আইনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গঠিত হয়
- জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা “কর্তৃপক্ষ উহার দায়িত্ব পালন ও কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবে” বলা হলেও এই কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ বাছাই করবেন মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বাধীন একটি কমিটি। আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ফলে তাদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হবে
- কর্তৃপক্ষ একইসাথে অধ্যাদেশটির অধীনে নিজেকে একটি আন্তঃপরিচালন গেটওয়ে বা NRDEX প্ল্যাটফর্ম উন্নয়ন ও পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে অর্থাৎ কর্তৃপক্ষ নিজেই একটি ডেটা পরিচালন অপারেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে, যা সুস্পষ্ট স্বার্থের দ্বন্দ্বযুক্ত পরিবেশ তৈরি করবে

বিএনপির রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফার উল্লেখযোগ্য প্রতিশ্রুতি

- স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে সকল রাষ্ট্রীয়, সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠন ও শক্তিশালীকরণ
- গণমুখী ও জনকল্যাণমূলক প্রশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন গঠন
- প্রশাসন ও সেবা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলি স্বশাসিত ও ক্ষমতাবান করা

বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারের উল্লেখযোগ্য প্রতিশ্রুতি

- রাষ্ট্রের প্রত্যেক স্তরে জবাবদিহি নিশ্চিত করা: গণতন্ত্র চর্চার মাধ্যমে জবাবদিহির সংস্কৃতি গড়ে তোলা
- সরকারি কর্মকমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন ও এবং মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের পদে নিয়োগের জন্য আইন প্রণয়ন করা
- বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ আইনানুসারে সরকার কর্তৃক নিয়োগ
- জবাবদিহিমূলক ও জনবান্ধব জনপ্রশাসন গঠন
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহি বৃদ্ধি ও খবরদারিমুক্ত করা

সাংবিধানিক, সংবিধিবদ্ধ, সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত সুপারিশ...

১৮. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা, কার্যকরতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের সুপারিশের আলোকে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে-

- সকল পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত নির্দলীয় নির্বাচনের ব্যবস্থা করা
- অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, কার্যকরতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও পথরেখা প্রণয়ন করা

১৯. 'সরকারি হিসাব নিরিক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫' সংশোধন করে নিম্নোক্ত ঘাটতি দূর করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে-

- রাজস্ব নিরূপণ ও আদায় নিরীক্ষার সুযোগ না থাকা (ধারা ৬) যা মহা হিসাব-নিরীক্ষকের সাংবিধানিক মর্যাদা ও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করবে এবং সরকারি রাজস্ব ব্যবস্থায় জবাবদিহি কমাবে - রাজস্ব নিরূপণ ও আদায়ে অনিয়ম ও করফাঁকি জবাবদিহির বাইরে থাকবে
- আন্তর্জাতিক/বিদেশি সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করা (ধারা ১৭); মহা হিসাব নিরীক্ষকের প্রতিবেদন পেশ করা (ধারা ১৮); বিধি প্রণয়ন (ধারা ১৯) ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমতি বা পরামর্শ গ্রহণের বাধ্যবাধকতার ফলে সরকারের আর্থিক খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা কঠিন হবে
- বার্ষিক প্রতিবেদন প্রতিবছর যথাসময়ে প্রকাশের বাধ্যবাধকতা না থাকা

সাংবিধানিক, সংবিধিবদ্ধ, সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত সুপারিশ...

২০. ‘রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫’ সংশোধন করে নিম্নোক্ত ঘাটতি দূর করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে-

- এনবিআর-এর বিদ্যমান কাঠামো পুনর্গঠন করে ‘রাজস্ব নীতি বিভাগ’ (Revenue Policy Division) এবং ‘রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ’ (Revenue Management Division) নামে দুটি আলাদা বিভাগ গঠন করা হয়েছে যা আশাব্যাঞ্জক। কিন্তু চূড়ান্ত বিবেচনায় আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আলোকে রাজস্ব আদায়কারী বিভাগটিকে আইনি সুরক্ষা নিশ্চিতপূর্বক স্বতন্ত্র সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ হিসেবে রূপান্তরিত করা হয়নি যা এনবিআর সংস্কারের মূল লক্ষ্য রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিতে কতটুকু সফল হবে তা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে।

২১. বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান থেকে ‘মব’ তৈরি করে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অপসারণের চর্চা কঠোরভাবে প্রতিহত করতে হবে

স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, জনবান্ধব উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ সম্পর্কিত সুপারিশ

বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারের উল্লেখযোগ্য প্রতিশ্রুতি

- সরকারি ও প্রকল্প ব্যয়ের 'পারফরম্যান্স অডিট' বাস্তবায়ন করা হবে যাতে সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায় এবং সুনির্দিষ্টভাবে প্রকল্পের ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জন হয়
- অপচয়, অদক্ষতা ও রাজনৈতিক প্রদর্শনমূলক ব্যয়ের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ। সব বড় প্রকল্পের ক্ষেত্রে ব্যয়-লাভ বিশ্লেষণ, সংসদীয় নজরদারি ও স্বচ্ছ নিরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা

২২. সকল প্রকার সরকারি ক্রয়, উন্নয়ন প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে "ভ্যালু ফর মানি" অর্জনে অন্তরায় ও অনিয়ম-দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি করে এমন আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত ও সংস্কার করতে হবে

২৩. 'পাবলিক মানি' বা রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যবহারে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে

সম-অধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

বিএনপির রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফার প্রতিশ্রুতি

- ধর্মীয় স্বাধীনতার সর্বোচ্চ ও কার্যকর নিশ্চয়তা প্রদান করা

বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারের উল্লেখযোগ্য প্রতিশ্রুতি

- বিএনপি দেশের সব অঞ্চলের সবার জন্য সমতা-ভিত্তিক সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর
- 'ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার' এই মূলনীতির ভিত্তিতে প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী নিজ নিজ ধর্ম পালনের পূর্ণ অধিকার ভোগ করবেন; দেশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ এবং প্রতিটি গোষ্ঠী-গোত্র-সম্প্রদায় নির্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তে যার যার ধর্ম ও ধর্মীয় উৎসব পালন করবে
- দল-মত, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পাহাড়ি ও সমতলের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল জাতিগোষ্ঠীর সংবিধান প্রদত্ত সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্ম-কর্মের অধিকার, নাগরিক অধিকার এবং জীবন, সম্ভ্রম ও সম্পদের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করা
- দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসরত নৃ জাতি-গোষ্ঠীর ভাষা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় এবং সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে 'নৃজাতি-গোষ্ঠী উন্নয়ন অধিদপ্তর' প্রতিষ্ঠা করা
- সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের অংশগ্রহণে ১৯৯৭ সালের শান্তি চুক্তি পুনর্মূল্যায়ন করা;
- স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকল্পে তিন পার্বত্য জেলার জেলা হাসপাতালগুলোকে আধুনিকায়ন করা; পাহাড়ি পণ্য, হস্তশিল্প ও ইকো-ট্যুরিজমে বিনিয়োগ এবং স্থানীয় যুবদের কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচি এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি করা
- পাহাড় ও সমতলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী থেকে যোগ্যদের পর্যায়ক্রমে শতভাগ সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীর আওতায় নিয়ে আসা

সম-অধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা...

২৪. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সুফল সকলের নিকট বিশেষ করে দরিদ্র, প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানো এবং আয় ও সম্পদের বৈষম্য দূর করার জন্য সুনির্দিষ্ট, বাস্তবায়নযোগ্য ও সময়াবদ্ধ নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে

২৫. আদিবাসীদের পৃথক পৃথক জাতিসত্ত্বা এবং দলিতদের পরিচয়ের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান এবং আদিবাসী বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদসমূহের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে

২৬. আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠীর অধিকার ও অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি কোনো বিশেষায়িত মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে

২৭. সমতলের আদিবাসীদের ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য একটি পৃথক ভূমি কমিশন গঠন করতে হবে

২৮. সরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিতে বাধা দূর এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জবাবদিহিমূলক সেবা নিশ্চিত করতে বৈষম্যবিরোধী আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে

২৯. অনিয়ম-দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক বেসরকারি খাতের সেবা বিশেষত বেসরকারি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, টেলিকমিউনিকেশন, মোবাইল আর্থিক সেবা নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি ব্যবস্থায় আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার করতে হবে

৩০. যাত্রীবান্ধব ও নিরাপদ পরিবহন সেবা নিশ্চিত করতে মালিক-শ্রমিক সমিতি, রাজনৈতিক প্রভাবশালী গোষ্ঠী, চাঁদাবাজ সিন্ডিকেট এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন পরিবহন ব্যবসায় বিদ্যমান সকল ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি চিহ্নিত করতে হবে এবং তা বন্ধ করতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে

৩১. নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর ওপর সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণ বন্ধ করা ও দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখতে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে একটি দক্ষ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে

ব্যাংক ও আর্থিক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত সুপারিশ

বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারের উল্লেখযোগ্য প্রতিশ্রুতি

- দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বায়ত্ত্বশাসন, ক্ষমতা ও তদারকি শক্তিশালী করা
- সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যকর নজরদারি বৃদ্ধি করা
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংকিং ডিভিশন বিলুপ্ত করে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকসমূহ পরিচালনা ও তদারকির ভার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে ন্যস্ত করা
- ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ এবং ব্যাংক পরিচালনা নীতিমালা পারিবারিক প্রভাবমুক্ত করা
- উচ্চ খেলাপি ঋণ সমস্যা পর্যালোচনা করে দায়ীদের আইনের আওতায় আনা এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর সমস্যা সমাধানে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া
- শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষায় সিন্ডিকেট ভেঙে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করে একটি স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক নজরদারির আওতায় আনা
- পুঁজিবাজারের সংস্কারকল্পে একটি 'পুঁজিবাজার সংস্কার কমিশন' গঠন করা; গত ১৫ বছরে পুঁজিবাজারে সংঘটিত অনিয়ম তদন্তে একটি বিশেষ তদন্ত কমিশন গঠন করা; শেয়ার বাজারে অনিয়ম ও জালিয়াতির সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা

৩২. ব্যাংক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে–

- ব্যাংক খাত, বিশেষত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ক্ষেত্রে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ বিলুপ্ত করতে হবে
- ঋণ জালিয়াতি, ব্যাংক খাতের সকল প্রকার প্রতারণা এবং অনিয়ম-দুর্নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তি, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের কর্মকর্তা ও পরিচালকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে
- ব্যাংক ও আর্থিক খাতকে গোষ্ঠী, পরিবারতন্ত্র ও রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনায় রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে অপসারণ করতে হবে এবং এ জাতীয় চর্চা বন্ধ করতে হবে
- ব্যাংক খাতের সামগ্রিক খেলাপি ঋণের পরিমাণ এবং এর আদায় প্রক্রিয়ার ধীরগতি ও জটিলতা বিবেচনায় আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আলোকে স্বার্থের-দ্বন্দ্বমুক্ত সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শক্রমে একটি স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে

৩৩. অর্থ পাচার বন্ধ করতে বিএফআইইউ, এনবিআর, বাংলাদেশ ব্যাংক, অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়, সিআইডি, বাংলাদেশ পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে

৩৪. বিগত সময়ে সংঘটিত পুঁজিবাজারের অনিয়ম-দুর্নীতির তদন্ত ও দুর্নীতিতে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের শাস্তির আওতায় নিয়ে আসতে হবে; পুঁজিবাজারকে সিন্ডিকেট ও দুর্নীতিমুক্ত করে স্বাধীন, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক নিয়ন্ত্রণ কাঠামো তৈরি করতে হবে

বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাত সম্পর্কিত সুপারিশ

বিএনপির রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফার উল্লেখযোগ্য প্রতিশ্রুতি

- প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ এবং নবায়নযোগ্য ও মিশ্র জ্বালানী ব্যবহারে অগ্রাধিকার দিয়ে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ খাত আধুনিকায়ন

বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারের উল্লেখযোগ্য প্রতিশ্রুতি

- নবায়নযোগ্য শক্তি ও শক্তি দক্ষতায় কর রেয়াত ও স্বল্পমূল্যের সবুজ অর্থায়ন সুবিধা দেওয়া
- ২০৩০ সালের মধ্যে মোট জ্বালানি মিশ্রণে নবায়নযোগ্য শক্তির অংশ ২০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য অর্জনে কার্যক্রম জোরদার করা; পর্যায়ক্রমে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা হ্রাস করে গড়ে তোলা হবে সবুজ শক্তিনির্ভর অর্থনীতি
- আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনা ও স্বল্প ব্যয়ে পানি-বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যোগ নেওয়া

বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাত সম্পর্কিত সুপারিশ

৩৫. জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বন্ধ করা এবং জ্বালানি মিশ্রণে নবানয়নযোগ্য জ্বালানির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে; এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহকে গুরুত্বসহকারে বাস্তবায়ন করতে হবে-

- ২০৫০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তরসহ ‘নেট-জিরো’ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জ্বালানি খাতে নীতি করায়ত্ত বন্ধ এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রতিরোধসহ এখাত সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জবাবদিহি নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠন করতে হবে
- আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার বাস্তবায়ন ও নবায়নযোগ্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভর প্রকল্পে অর্থায়ন ও এর ব্যবহার ক্রমান্বয়ে কমানোর জন্য সময়াবদ্ধ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে
- নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তর-সংক্রান্ত কার্যক্রমে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা)– কে একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা প্রদানসহ এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে

পরিবেশ, জলবায়ু ঝুঁকি, ন্যায়সঙ্গত জলবায়ু কার্যক্রম ও জলবায়ু তহবিল সুশাসন সংক্রান্ত সুপারিশ

বিএনপির রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফার উল্লেখযোগ্য প্রতিশ্রুতি

- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকট ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ এবং নদী শাসন ও খাল খননের উদ্যোগ গ্রহণ করা

বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারের উল্লেখযোগ্য প্রতিশ্রুতি

- বনাঞ্চল, জলাভূমি, ও চারণভূমিকে সংরক্ষণ: দেশের বনাঞ্চলগুলোকে পুনঃজীবিত করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- বন উজার, বন দখল, বনের সম্পদ চুরি, পাহাড় কাটা, ম্যানগ্রোভ বনের ক্ষতিসাধন, বন্য প্রাণী নিধন ইত্যাদি কার্যক্রমকে কঠোরভাবে দমন করা; এই ধরনের কাজে জড়িতদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা
- বন্যপ্রাণীদের আবাসস্থল ও অভ্যয়ারণ্য এলাকায় শিল্প-কারখানা স্থাপন নিরুৎসাহিত করা; প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায় কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা; বেদখলকৃত নৈসর্গিক স্থান উদ্ধার করা

পরিবেশ, জলবায়ু ঝুঁকি, ন্যায়সঙ্গত জলবায়ু কার্যক্রম ও জলবায়ু তহবিল সুশাসন সংক্রান্ত সুপারিশ

৩৬. পরিবেশ-সংবেদনশীল এবং সংরক্ষিত বনাঞ্চল ও প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর এবং পরিবেশ দূষণকারী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ না করা

৩৭. বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের প্রত্যাশা পূরণ করার জন্য এই ফান্ডের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আর্থিক ও কারিগরী সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে

সুশাসন ও দুর্নীতিবিরোধী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কৌশলগত সর্বোচ্চ প্রাধান্য

সুশাসন ও দুর্নীতিবিরোধী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কৌশলগত সর্বোচ্চ প্রাধান্য

- বিএনপির ৩১ দফা রাষ্ট্র মেরামত রূপরেখা ও নির্বাচনী ইশতেহার এবং জুলাই সনদের ওপর ভিত্তি করে একটি সমন্বিত কৌশল ও পথরেখা প্রণয়ন করতে হবে
- উক্ত সমন্বিত কৌশল ও পথরেখা অনুযায়ী বাস্তবায়নযোগ্য সকল কর্মপরিকল্পনার মূলধারায় সুশাসন ও দুর্নীতিবিরোধী উপাদান সক্রিয়ভাবে ও অবশ্য পালনীয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। মনে রাখতে হবে, দুর্নীতির কার্যকর ও দৃশ্যমান নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধ ছাড়া সরকারের অন্য কোনো অঙ্গীকার বা উদ্যোগ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না
- দুর্নীতিবিরোধী নির্বাচনী অবস্থান ও প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নে সরকারের বিশাল সুযোগ ও সক্ষমতার পাশাপাশি বহুমুখী প্রতিকূলতা ও ঝুঁকির সূত্র, স্বরূপ ও প্রক্রিয়া চিহ্নিত করে তা মোকাবিলার কৌশল অবলম্বন করতে হবে
- অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে প্রণীত অধ্যাদেশগুলোর কোনগুলো কোন যুক্তিতে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হবে বা হবে না তা স্বচ্ছতার স্বার্থে স্বপ্রণোদিত হয়ে প্রকাশ করতে হবে

সুশাসন ও দুর্নীতিবিরোধী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কৌশলগত উপাদান...

- ক্ষমতাসীন দল বিএনপি'র বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের, আমলাতন্ত্রের ও ব্যবসায়ীসহ প্রায় সকল পেশাজীবীদের অনেকের মধ্যেই দৃশ্যমান "এবার আমাদের পালা" - সংস্কৃতির বিকাশ রোধে দল ও দলীয় অঙ্গসংগঠনসহ দলীয় আনুগত্যপুষ্ট সকল ক্ষেত্রে শুদ্ধতা চর্চা নিশ্চিতে দল ও সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে দুর্নীতির প্রতি শূন্য সহনশীলতার দিক নির্দেশনাসহ সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে
- বিএনপির অভ্যন্তরেই বিএনপি সরকারের সাফল্যের পরিপন্থী শক্তি যেন ক্রমান্বয়ে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠতে না পারে সেজন্য সুচিন্তিত কৌশল অবলম্বন করতে হবে। কর্তৃত্ববাদের পতন ও নির্বাচনে বিশাল বিজয়ের ফলে রাজনৈতিক ও সরকারি অবস্থান, জনপ্রতিনিধিত্ব ও অন্য কোনোভাবে ক্ষমতার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংশ্লিষ্টতাকে ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির লাইসেন্স হিসেবে বিবেচনার চর্চা কঠোরভাবে প্রতিরোধ ও বিলুপ্ত করতে হবে
- সকল পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিদের জন্য আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আলোকে এবং সংশ্লিষ্ট বিষেশজ্ঞ ও অংশীজনদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে একটি জনপ্রতিনিধি আচরণবিধি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, দলবাজি, চাঁদাবাজি ও দখলবাজিকে স্বাভাবিকতা প্রদানের সকল অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে কঠোর নির্দেশনা দিতে হবে
- সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সকল পেশাজীবী সংগঠনকে দলীয়করণের প্রভাবমুক্ত করার জন্য সরকার ও রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে

সুশাসন ও দুর্নীতিবিরোধী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কৌশলগত উপাদান...

- দুর্নীতিবিরোধী প্রত্যয় বাস্তবায়নে অপরিহার্য পদক্ষেপ হিসেবে জুলাই সনদের সম্পূর্ণ দ্বিমতহীন ৭৪ ধারা অনুযায়ী সকল জনপ্রতিনিধির দায়িত্ব গ্রহণের ৩ মাসের মধ্যে নিজ ও পরিবারের সদস্যদের আয়-ব্যয় ও সম্পদ বিবরণী বাৎসরিক ভিত্তিতে হালনাগাদ করার বাধ্যবাধকতাসহ অনতিবিলম্বে ওয়েবসাইটে প্রকাশের চর্চা নিশ্চিত করতে হবে। একই সাথে এ চর্চা সকল খাত ও পর্যায়ের সরকারি কর্মচারী ও অন্যান্য জনবল যাদের বেতন-ভাতা রাষ্ট্রীয়ভাবে বহন করা হয় তাদের সকলের জন্য প্রযোজ্য করতে হবে
- জুলাই সনদের ৪৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সকল রাজনৈতিক দলের সর্বসম্মত প্রস্তাবনা অনুযায়ী সংবিধানের ২০(২) অনুচ্ছেদ সংশোধন করে সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার অবৈধ ঘোষণা করতে হবে
- বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অ-রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিবিরোধী ভূমিকা ও দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে একটি জাতীয় দুর্নীতিবিরোধী কৌশল (National Anti-Corruption Strategy-NACS) গ্রহণ করতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থাকবে আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ, সরকারি ক্ষেত্র, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, নির্বাচন কমিশন, ন্যায়পাল, নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান, দুদক, স্থানীয় সরকার, রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজ এবং কর্পোরেট খাত
- জাতীয় দুর্নীতিবিরোধী কৌশলের যথাযথ প্রতিপালন নিশ্চিত করতে সংবিধানের ৭৭ অনুচ্ছেদের অধীনে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ন্যায়পালের পদ সৃষ্টি এবং ন্যায়পালকে ক্ষমতায়িত করতে হবে
- কালো টাকা বৈধ করার চর্চা স্থায়ীভাবে বাতিল করার জন্য নির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করতে হবে

সুশাসন ও দুর্নীতিবিরোধী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কৌশলগত উপাদান...

- বিভিন্ন স্তরে ক্ষমতাধর এবং জনস্বার্থ-সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তি এবং প্রতিরোধ করার জন্য নির্দিষ্ট আইনি কাঠামো তৈরি করতে হবে
- জনসাধারণের অর্থ ও সম্পদ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে, বিশেষ করে কোম্পানি, ট্রাস্ট বা ফাউন্ডেশনের মালিকানার জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রতারণা রোধ করার জন্য একটি 'প্রকৃত মালিকানা স্বচ্ছতা আইন' (Beneficial Ownership Transparency Act) প্রণয়ন করা, যেখানে জনসাধারণের জন্য প্রবেশযোগ্য রেজিস্টারের মাধ্যমে এই ধরনের লাভজনক মালিকানার বাধ্যতামূলক প্রকাশের বিধান থাকতে হবে
- কর ফাঁকি এবং অর্থ পাচারসহ অবৈধ আর্থিক স্থানান্তর রোধের উপায় হিসেবে দেশে এবং বিদেশে সকলের আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য কর সংক্রান্ত বিষয়ে 'মিউচুয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাসিস্ট্যান্স ইন ট্যাক্স ম্যাটার কনভেনশনে (MCAA) বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি এবং 'কমন রিপোর্টিং স্ট্যান্ডাড' (CRS) বাস্তবায়ন করতে হবে
- র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) বিলুপ্ত করতে হবে এবং র‍্যাব সদস্যদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত বিচারবহির্ভূত হত্যা, গুম ও অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘন, অনিয়ম-দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের তদন্তপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে
- কর্তৃত্ববাদের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং জনগণের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন, চাঁদাবাজি এবং আর্থিক খাতসহ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দখলের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত গোয়েন্দা সংস্থাগুলো (ডিজিএফআই, এসবি, ডিবি, এনএসআই ইত্যাদি) সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে

সুশাসন ও দুর্নীতিবিরোধী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কৌশলগত উপাদান...

- অন্তবর্তীকালীন সরকারের আমলে জারিকৃত ত্রুটিপূর্ণ ও অগ্রহণযোগ্য ‘পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫’ বাতিল করে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে নতুন করে একটি স্বাধীন পুলিশ কমিশন আইন প্রণয়ন করতে হবে
- দ্রুততার সাথে তথ্য কমিশন গঠন করে এর কার্যক্রম সক্রিয় করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে
- সকল সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের (নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, তথ্য কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, সরকারি কর্ম কমিশন ইত্যাদি) প্রকৃত অর্থে স্বাধীনভাবে কাজ করার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। এ সব প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সদস্যদের নিয়োগে দলীয়করণ বন্ধ করতে হবে
- স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের সুপারিশের আলোকে সকল পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত নির্দলীয় নির্বাচনের ব্যবস্থা করা এবং এই প্রতিষ্ঠান সমূহের অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, কার্যকরতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও পথরেখা প্রণয়ন করতে হবে।
- রাজনৈতিক বিবেচনার ঊর্ধ্বে যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে সব সরকারি, আধা-সরকারি, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, স্বায়ত্তশাসিত ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ ও পদোন্নতি নিশ্চিত করতে হবে
- সরকারি কর্মচারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে-কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বন্ধ করতে হবে
- বিদ্যমান দলীয় লেজুড়বৃত্তিক সকল পেশাজীবী, বিশেষায়িত ও সেবাখাতভিত্তিক সংগঠন/সমিতি বিলুপ্ত করে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষায় দলীয় প্রভাবমুক্ত সংগঠন/সমিতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে

সুশাসন ও দুর্নীতিবিরোধী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কৌশলগত উপাদান...

- স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, জনবান্ধব, দুর্নীতি ও বৈষম্যমুক্ত, এবং সাম্য ও ন্যায়বিচারভিত্তিক উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করতে হবে
- অভ্যন্তরীণ সম্পদ বা রাজস্ব আহরণে দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করতে হবে
- বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও পেশাভিত্তিক জনগোষ্ঠীর পরিচয় ও স্বকীয়তা বজায় রেখে মৌলিক অধিকার নিশ্চিতে এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে পারস্পরিক শ্রদ্ধাশীলতা, সহমর্মিতা ও সহযোগিতার সংস্কৃতি ও পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র ডাইভারসিটি (বৈচিত্র্য) কমিশন গঠন করতে হবে
- পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের পথরেখা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে
- চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, মতপ্রকাশ, বৈচিত্র্যপূর্ণ লোকায়ত সংস্কৃতি চর্চা, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ, ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা ইত্যাদি ভূলুণ্ঠিত হয়, এমন কার্যক্রম থেকে বিরত থাকতে হবে
- কর্তৃত্ববাদী সরকারের সময়ে এবং পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন “হাই-প্রোফাইল” বা শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত দুর্নীতির অভিযোগের অনুসন্ধান চলমান রাখতে হবে
- ব্যবসায়িক ও ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতের একাংশ কর্তৃক নীতি করায়ত্ত, যোগসাজশ ও সিন্ডিকেটের মাধ্যমে অনিয়ম-দুর্নীতি, লুটপাট ও অর্থপাচার রোধে, এবং জবাবদিহিমূলক টেকসই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে, ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যবসা খাতে শুদ্ধাচার চর্চার কৌশল (Business Integrity Strategy) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পথরেখা নির্ধারণ করতে হবে

সুশাসন ও দুর্নীতিবিরোধী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কৌশলগত উপাদান...

- কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও বিশেষ করে স্বার্থের সংঘাতমুক্ত ভূমিকা পালন নিশ্চিতের স্বার্থে নবনিযুক্ত গভর্নরের নিয়োগ বাতিল করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট খাতে পরীক্ষিত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং সর্বোপরি গভর্নরের দায়িত্বের আওতাভুক্ত সকল বিষয়ে স্বার্থের দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে ভূমিকা পালনে সক্ষম এমন ব্যক্তিকে নিয়োগ দিতে হবে
- বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ সংশোধন করে বাংলাদেশ ব্যাংকের শীর্ষ পদের নিয়োগ-অপসারণ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছ কাঠামো প্রবর্তন, পরিচালনা পর্ষদে সরকারের প্রতিনিধিত্ব কমানো, স্বাধীন বিশেষজ্ঞ সদস্য বাড়ানোর উদ্যো গ্রহণ করতে হবে
- বিদ্যমান জ্বালানি মহাপরিকল্পনা 'ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার মাস্টার প্ল্যান (আইইপিএমপি ২০২৩)' বাতিল করা এবং সেই সাথে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রণীত নতুন খসড়া মহাপরিকল্পনা পুনঃবিবেচনা ও পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে কৌশলগতভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে গুরুত্ব প্রদান করে নতুন মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে
- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ দেশ হিসেবে বাংলাদেশের প্রাপ্য অর্থ ঋণ, বীমা বা অনুদান নয় বরং ক্ষতিপুরণ হিসেবে প্রদানের দাবি জোরদার করতে হবে
- অর্থের অপচয় ও অনিয়ম দুর্নীতি প্রতিরোধে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডসহ অন্যান্য জলবায়ু তহবিলের ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে; পদ্মা ব্যাংকে আটকে থাকা জলবায়ু তহবিল পুনরুদ্ধারে সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে

ধন্যবাদ